Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:27 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

# নয়া জামানা

৬ আশ্বিন ।। ১৪৩৩।। শুক্রবার ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৯৪ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

মা একেনবাবুর ফ্যান, ছবি মুক্তির আগে আড্ডায় জানালেন রাইমা

রাষ্ট্রপতির কাছে পৌঁছয়নি গুন্ডাদমন বিল! শুভেন্দু বললেন, 'মিথ্যা খবর'

আত্মবলিদানের সময় এসেছে', হাউথির বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনাকে বার্তা সৌদির সর্বোচ্চ ধর্মগুরুর

বিতর্কের মধ্যে জ্ঞানেশের উত্তরপ্রদেশ সফর স্থগিত, ইস্তফার দাবিতে দেশজুড়ে বিক্ষোভে কংগ্রেস

রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিকে 'না'!

## বঙ্গ বিজেপিতে বড় রদবদল

# বাদ পড়লেন একাধিক মন্ত্রী-বিধায়ক

**বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের ঠিক দুদিন আগেই রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোয় বড়সড় রদবদল ঘটাল দল।**

**নয়া জামানা ঃ** বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের পশ্চিমবঙ্গ সফরের ঠিক দুদিন আগেই রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোয় বড়সড় রদবদল ঘটাল দল। শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে যুব ও মহিলা মোর্চার শীর্ষ মুখ বদলের পাশাপাশি সাতটি সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বেও আনা হয়েছে নতুন মুখ। পাশাপাশি দলে এক ব্যক্তি, এক পদ নীতি কঠোরভাবে কার্যকর করে যাঁদের সদ্য মন্ত্রী করা হয়েছে, তাঁদের সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিজেপির নতুন সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই দফায় দফায় নতুন কমিটি ও পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছিল। রাজ্য পদাধিকারী, মিডিয়া ও সোশাল মিডিয়া সেল এবং মুখ পাত্রদের তালিকা আগেই প্রকাশ হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) পদে অমিতাভ চক্রবর্তীর নাম পুনরায় চূড়ান্ত হয়, আর তার পরপরই শুক্রবার শাখা সংগঠন ও জেলাস্তরের বাকি রদবদলের সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল পদ্ম শিবির।যে মন্ত্রীরা রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি পদে ছিলেন, যেমন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পাল ও দীপক বর্মন, কিংবা সম্পাদক পদে থাকা শঙ্কর ঘোষকে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে যাদবপুরের বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়ের নাম বাদ পড়া। তিনি মন্ত্রী নন, নিছক বিধায়ক হলেও তাঁকে রাজ্য সম্পাদক পদ থেকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। দলে বিধায়ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলানোয় আপত্তি না থাকা সত্ত্বেও শর্বরীর বাদ পড়া নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। সূত্রের খবর, স্থানীয় স্তরে দলীয় কর্মীদের একাংশের অসন্তোষের জেরেই এই সিদ্ধান্ত।নতুন এই বিন্যাসে স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের। রাজ্যে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি যে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান চালিয়েছিলেন, তার সঙ্গে যুক্ত ঘনিষ্ঠরাই নতুন তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পেয়েছেন। প্রবাল রাহা ও শশী অগ্নিহোত্রীর পাশাপাশি বনসল টিম-এর রামপদ দাস হয়েছেন নতুন সহ-সভাপতি, সম্পাদক পদে ঠাঁই পেয়েছেন নীলাঞ্জন অধিকারী ও শঙ্কর চক্রবর্তী। যুব মোর্চার নতুন সভাপতি অমিত সামন্তও বনসল-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ তালিকা অনুযায়ী, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) সতীশ ধোন্ড শীর্ষ নেতৃত্বে রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পেয়েছেন শশী অগ্নিহোত্রী, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, সৌমিত্র খান, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও বাপি গোস্বামী। সহ-সভাপতি হয়েছেন সঞ্জয় সিং, প্রবাল রাহা, অনিন্দ্য ব্যানার্জি, দেবশ্রী চৌধুরী, রাজু বিস্তা, অমিতাভ রায়, তনুজা চক্রবর্তী, ফাল্গুনী পাত্র, রামপদ দাস, বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী, মনোজ পাণ্ডে ও অনন্ত দেব অধিকারী। সম্পাদক পদে স্থান পেয়েছেন দীপাঞ্জন গুহ, মহাদেব সরকার, শাখারভ সরকার, সিন্টু সেনাপতি, মোহন শর্মা, বিভা মজুমদার, সঞ্জয় বর্মা, সোনালি মুর্মু, অজিত দাস, অনল বিশ্বাস, নীলাঞ্জন অধিকারী ও শঙ্কর চক্রবর্তী। কোষাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পেয়েছেন কেদারাশিস বাপট, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন প্রবীণ আগরওয়াল ও বিদ্যাসাগর মন্ত্রী। দফতর সম্পাদকের দায়িত্বে থাকছেন প্রকাশচন্দ্র দাস, তাঁর সঙ্গে যুগ্ম দফতর সম্পাদক হিসেবে থাকবেন প্রত্যুষ মণ্ডল।

# বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি

# বাড়ল ধানের সহায়ক মূল্য

## কৃষকদের জন্য বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

**নয়া জামানা ঃ** । কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের চালিকাশক্তি কৃষক সমাজ। শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক জনসভা থেকে সেই কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের অঙ্গীকার করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ দিন বিদ্যুৎ ও পূর্ত দফতর একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও শুভ সূচনা করে রাজ্যবাসীর উদ্দেশে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করেন তিনি। পূর্ব বর্ধমানকে গর্বের শস্য ভাণ্ডার হিসেবে বর্ণনা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই জেলার মানুষ সরকারকে উজার করে সমর্থন দিয়েছেন, তাই উন্নয়ন উজার করে ফেরত দেওয়াটাই বর্তমান সরকারের মূল অগ্রাধিকার।কৃষকদের সুবিধার্থে বিদ্যুতের বিলে বড়সড় ছাড়ের কথা ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সেচ কাজের জন্য বছরে প্রতি কৃষক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ছাড় পাবেন। রাজ্যের চার লক্ষেরও বেশি কৃষকের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারে ইউনিট প্রতি ২ টাকা করে ভর্তুকি নিশ্চিত করা হয়েছে, যার জন্য সরকারি কোষাগার থেকে অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে।কৃষি কল্যাণ প্রকল্পগুলির পরিধি বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পিএম কিষান সম্মাননিধি প্রকল্পে ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নতুন আবেদনকারীদের যুক্ত করে কেন্দ্রীয় ৬ হাজার টাকার সঙ্গে রাজ্য সরকার আরও ৩ হাজার টাকা যোগ করবে; ফলে কৃষকরা মোট ৯ হাজার টাকা পাবেন। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের পুনর্মূল্যায়ন সম্পূর্ণ হবে। সামান্য জমির মালিকরা বছরে ৪ হাজার টাকা এবং তুলনামূলক বেশি জমির মালিকরা ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাবেন।পাশাপাশি, পাঁচ একর পর্যন্ত জমির

মালিকদের কাছ থেকে রাজ্য সরকার প্রতি কুইন্টাল ২৭০০ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) ধান কিনবে। মেমারির মঞ্চ থেকে ফড়ে ও রাইসমিল মাফিয়াদের কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রুখে সব ধান সরাসরি সরকারই কিনবে এবং ১০০ কুইন্টাল ধান বিক্রি করলে কৃষকদের অতিরিক্ত ২০ হাজার টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে।বিগত তৃণমূল জমানার সমালোচনা করে আলুচাষিদের দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অতীত সরকারের আমলে সারের কালোবাজারি, আন্তঃরাজ্য সীমানা সিল করা ও হিমঘরের মালিকদের ওপর অত্যাচারের দরুন আলুচাষিরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন। এই পরিস্থিতি বদলে আগামী ডিসেম্বর মাসেই আলুচাষিদের জন্য বিশেষ সরকারি ভর্তুকি ও প্যাকেজ নিয়ে আসছে রাজ্য সরকার।এ দিন পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের হাতে কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ ভর্তুকি ও সূর্যঘর প্রকল্পের চেক তুলে দেওয়া হয়। একই সঙ্গে ভাতারে ১২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা মূল্যের একগুচ্ছ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৩৩ কোটি টাকার তিনটি পৃথক রাজ্য প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ॥

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজপুর সোনারপুর ও বিষ্ণুপুরে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন এবং পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের চৌবেরিয়ায় ইডেন খালের ওপর নতুন সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এ দিন।মঞ্চ থেকে ১২৫ দিনের জি রাম জি কাজ, অন্নপূর্ণা, আবাস, আয়ুষ্মান ভারত ও জল জীবন মিশন প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরে

মুখ্যমন্ত্রী পুনর্নবীকরণ করেন তাঁর পুরনো প্রতিশ্রুতি।

দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যে অনতিবিলম্বে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি), লাভ জিহাদ এবং ল্যান্ড জিহাদ বিরোধী কঠোর আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানান শুভেন্দু অধিকারী।

# নভেম্বরে পুরভোট

## প্রশাসনের সঙ্গে প্রস্তুতি-বৈঠক কমিশনের

নয়া জামানা ঃ উৎসবের মরশুম শেষ হলেই বঙ্গে বাজতে পারে পুরভোটের দামামা। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ২৫ নভেম্বর কলকাতা, হাওড়া, বালি, হলদিয়া, ধূপগুড়ি, কালিম্পং এবং কার্শিয়াং;এই সাতটি পুরসভায় ভোটগ্রহণ হতে পারে।

এই সাত পুরসভায় মোট ৬৩০১টি বুথে ভোট নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।ভোটের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রশাসনিক স্তরে। ভোটের রূপরেখা চূড়ান্ত করতে আজ, শুক্রবার সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণ গুপ্ত। বৈঠকে ইভিএম ও নিরাপত্তা কর্মীর চাহিদা নিয়ে আলোচনা হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

আগামী সপ্তাহ থেকেই সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ইভিএম পাঠানোর কাজ শুরু হবে।উল্লেখ্য, রাজ্যের ১২টি জেলার ১৫টি পুরসভায় বর্তমানে নির্বাচিত বোর্ড নেই, প্রশাসক দিয়েই চলছে পরিষেবা। এর মধ্যে হাওড়া পুরসভা উল্লেখযোগ্য, যেখানে ২০১৩ সালের পর গত ১৩ বছরে কোনও নির্বাচন হয়নি।

দীর্ঘদিন ভোট না হওয়া পুরসভার তালিকায় আরও রয়েছে দুর্গাপুর, বুনিয়াদপুর, পূজালি, মিরিক, পাঁশকুড়া, কুপার্স ক্যাম্প, নলহাটি প্রভৃতি। এদের অধিকাংশেরই শেষ ভোট হয়েছিল ২০১৭ সালে।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরকার গঠনের পরপরই আটকে থাকা পুরভোট দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মন্ত্রিসভা গঠনের পরই পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও

করেন।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী বছরের শুরুতে রাজ্যের আরও ১১২টি পুরসভার বোর্ডের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। ফলে আটকে থাকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ মিলিয়ে

আগামী নয় মাসে মোট ১২৭টি পুরসভার ভোট যথাসময়ে সম্পন্ন করাই এখন নবান্ন ও নির্বাচন কমিশনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:27 Page 2



# হংসরাজ

# বাংলায় ‘মিউজিক্যাল’ সিনেমার মাইলফলক

ভাস্কর মজুমদার

চল্ আপন মনে এই পরাণের সুর নিয়ে গান গাই/ যা দেখি তাই নিয়ে আমি গান শুনিয়ে যাইছেলেটি খমক বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়। মাধুকরী সংগ্রহ করে সে। গ্রামের পথে পথে যে ঘুরে যায় তার সঙ্গী হয় ছোট্ট মেয়ে টিয়া। ছেলেটির বাবা নেই। কাকার সংসারে থাকে বিধবা মাকে নিয়ে। ছেলের বাবা ছিল বাউল। কাকাও তাই। হংসরাজ দাস নামের এই বালক যেন গোবরে পদ্মফুল। রোগা গড়ন, ঢলঢলে মুখটায় খড়িমাটি দিয়ে করা তিলক ঝলমল করে। ওর গলায় আছে জাদু। আকাশ, বাতাস, আলপথ, জোড়-লাগা সাপ, গাছ, ফুল, পুকুর, ক্রিকেট খেলা- সব কিছু নিয়ে সে অবলীলায় গান বাঁধতে পারে। বিধুমুখীর সঙ্গে গানের লড়াইতে জিতেও যায়। এ-হেন ছেলেকে প্রত্যেকে হিংসে করবে, তা তো নতুন কথা নয়। জগাই তাই তাকে জলে ডুবিয়ে মারতে চায়। অবশ্য মোড়লের কাছে বিচার হয়ে অপরাধীর শাস্তি হয়। যাই হোক, গ্রামের ছেলের জীবন এমনই চলছিল। হঠাৎ শহর থেকে স্কুল বাসে চড়ে আসা কিছু তরুণ হংসরাজকে, তার গানের অপার প্রতিভাকে উচ্চাশার পথ দেখায়। হংসরাজ জানত তার গানের গলা আছে কিন্তু রেডিওতে গান গাওয়ার যোগ্যতা তার আছে এবং তাতে একবার সুযোগ পেলে সে আরও বহু জায়গা থেকে ডাক পাবে, ভালো খাবার পাবে, টাকা হবে আর পরিবারে স্বচ্ছলতা আসবে- এতসব টনি, সামু, বসন্তরা না বললে সে জানতে পারত না। তাদের টানেই সে সব ছেড়ে কলকাতা ছুটে যায়। কিন্তু শহর- রুক্ষ, অহংকারী শহর- কি গ্রামের সরল হংসরাজকে আপন করতে পারে? টনি কথা দিয়েছিল রেডিওতে সুযোগ করিয়ে দেবে। তার কোন্ মামা সেখানকার অফিসার। আসল সময় সে হংসকে প্রত্যাখ্যান শুধু করে না, চোর বদনাম দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেয়। টনির অত্যন্ত ধনী পরিবারের এক কোণায় হংসরাজের জায়গা হয় না। সে আশ্রয় পায় সামুর বাড়িতে, যেখানে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তবু সামুর প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া পিতা ও ইস্কুলের দিদিমণি মা হংসরাজকে আপন করে নেন। তাদের পরিবারে গভীর অনটন। কিন্তু তাতে হংসরাজের সঙ্গে আন্তরিকতায় কোনও অভাব থাকে না। (হংসরাজ সিনেমা)

১৯৭৬ সালে বহু বানিজ্যিক ছবির পাশাপাশি বাংলায় মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়-এর ‘জনঅরণ্য’ এবং তপন সিংহ-এর ‘হারমোনিয়াম’। কিন্তু হংসরাজ ছবির আবেদন আজও অনন্য। এ-ছবির স্বকীয়তা ছবির বিভিন্ন চরিত্রায়ণে।বাংলা সিনেমা প্রথম থেকে একটি উঁচু তারে বাঁধা। বাংলায় ভারতের প্রথম সর্ববৃহৎ স্টুডিও সিস্টেম চালু হয়। বাংলা সিনেমার চিত্রনাট্য, অত্যন্ত প্রতিভাবান সব ফিল্ম-পরিচালকদের মুন্সিয়ানা, দেশ-বিদেশের স্বীকৃতি, অভিনয়ের উৎকৃষ্টতা, টেকনিক্যাল পালিশ- একটা আলাদা পরিচয় তৈরি করেছিল বাংলা ছায়াছবির। ১৯৭৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত, অজিত গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত ‘হংসরাজ’ ছবিটি সেই ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। ৫০ বছর পরেও এই ছবির আবেদন একই রকম আকর্ষণীয়। কিন্তু একটি গ্রামের বাউল পরিবারের ছেলের আকাশবাণীতে সুযোগ পাওয়ার সহজ কাহিনির টান এত অমোঘ কেন? কারণ, ছবি নির্মাণের সরলতা। ‘মিউজিক্যাল’ যে বাংলাতেও সম্ভব তার প্রমাণ হংসরাজ। মুহূর্তে মুহূর্তে গান অথচ এতটুকু একঘেয়ে লাগে না। ১৯৭৬ সালে বহু বাণিজ্যিক ছবির পাশাপাশি বাংলায় মুক্তি পেয়েছিল সত্যজিৎ রায়-এর ‘জনঅরণ্য’ এবং তপন সিংহ-এর ‘হারমোনিয়াম’। কিন্তু হংসরাজ ছবির আবেদন আজও অনন্য। এ-ছবির স্বকীয়তা ছবির বিভিন্ন চরিত্রায়ণে। (হংসরাজ সিনেমা)হংসরাজ কেবল গ্রামের ছেলে নয়, সে বাউল। অরিন্দম গাঙ্গুলি অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে কলকাতার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও যুগ যুগ ধরে একাত্ম হয়েছে। ‘টিয়া টিয়া টিয়া অজ পাড়াগাঁয়ে থাকে’ গানটিতে তখনকার দিনে অ্যানিমেশনের ব্যবহার আমাদের যথেষ্ট অবাক করে। গোটা ছবিটা যেন মনে হয় আমার-আপনার ঘরের কাহিনি। এখানে শহর কলকাতা নিজেও একটি চরিত্র। ‘চিৎকার চেঁচামেচি মাথাব্যথা/ হুল্লোড় হইচই ব্যস্ততা/এই নিয়ে আমাদের কলকাতা’ গানের দৃশ্যায়ণ সত্তর দশকের কলকাতাকে ভীষণ সুন্দর ফুটিয়ে তোলে। সন্ধ্যারানী, কালী ব্যানার্জি, জহর রায় সহ বাংলার বরিষ্ঠ অভিনেতারা কী অপূর্ব সব অভিনয় করেছেন এ-ছবিতে! (হংসরাজ সিনেমা)তবে ‘হংসরাজ’ ছবির একমাত্র সম্পদ কিন্তু হংসরাজ দাস নয়, বসন্ত দত্ত। এত অসাধারণ একটা চরিত্র ফিল্মের ইতিহাসে খুব কম দেখা গেছে। এবং হংসরাজের প্রতি বসন্তের অপ্রতিরোধ্য টান যেন একটা কুয়্যার অ্যাঙ্গেলের জন্ম দেয়। বসন্ত হংসকে যেভাবে রক্ষা করে, হংসরাজের স্বীকৃতির জন্য যেভাবে নিজের পড়াশোনা-স্কুল- বাড়ি-পরিবার-বন্ধুবান্ধব বাজি রাখে তা এক কথায় অনবদ্য। হংস ব্যর্থ হবে, হংসের রেডিওতে চান্স হবে না- এটা কিছুতেই বসন্ত মানবে না। সে রেগে ওঠে, চিৎকার করে, মারপিটে জড়ায়, পুলিশের কাছে ধরা খায়, গুণ্ডাদের সঙ্গে লড়ে, বাবার কাছে মার খেয়ে তার মাথা ফাটে তবু হংসকে সে ছাড়ে না। রেডিও আধিকারিক অঞ্জনা রায়ের বাড়ির ল্যাম্পপোস্টে উঠে তাঁকে রাজি করাতে চায় বসন্ত, হংসকে সুযোগ দেবার জন্য! এতসব বসন্ত করে কেন? সে যখন বলে গরিব বলে হংস সুযোগ পাচ্ছে না, তাকে সুযোগ করিয়ে দিতে হবে, তখন মার্কসীয় লেন্সে মনে হতে পারে সাবজেক্ট সাম্যের অধিকার চাইছে কিন্তু কুয়্যার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অন্য বহু কিছু স্পষ্ট হয়। বসন্ত আর হংসরাজের সম্পর্কের মাঝে নূপুর আর টিয়াও কোথাও গৌণ হয়ে যায়। বসন্তের পাগলামিতে হংস এক সময় মেয়েও সাজে! ছবির কাহিনি সম্পূর্ণ গতি পায় একমাত্র বসন্ত চরিত্রের জন্যই। হংসরাজের মত অনেক চরিত্র তৈরি হতে পারে কিন্তু বসন্ত একটি বিরল চরিত্র। বাস্তবিক জীবনেও প্রতিটি হংসের যদি একজন বসন্ত থাকে তবে জীবনের সমস্ত যুদ্ধ সহজ হয়ে আসে। (হংসরাজ সিনেমা)

অরিন্দম গাঙ্গুলি অভিনীত চরিত্রটির সঙ্গে কলকাতার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরাও যুগ যুগ ধরে একাত্ম হয়েছে। ‘টিয়া টিয়া টিয়া অজ পাড়াগাঁয়ে থাকে’ গানটিতে তখনকার দিনে অ্যানিমেশনের ব্যবহার আমাদের যথেষ্ট অবাক করে। গোটা ছবিটা যেন মনে হয় আমার-আপনার ঘরের কাহিনি। এখানে শহর কলকাতা নিজেও একটি চরিত্র।‘হংসরাজ’ ছবির আবেদন আকর্ষণীয় কিন্তু তা যে খুব নিখুঁত ছবি, এমন নয়। অনেক সময় অভিনয় বেসুরো ঠেকে, বহু স্টক ইমেজ ব্যবহার করা হয়েছে, অনেক সময়ই গানের সময় অভিনেতাদের ঠোঁট মেলে না কিন্তু ছবির সব দোষ ঢেকে যায় কেবল এই নির্মাণের চাপা আবেগের জন্য। হংসরাজ যখন সত্যিই রেডিওতে সুযোগ পায়, তার সেই গান ব্রডকাস্টের দিন কেবল তার গ্রামের লোক, বসন্ত, অঞ্জনা রায়, টনি আর নূপুরই শোনে না, আমরা দর্শকরাও বিভোর হয়ে হংসের সঙ্গে বহুক্ষণ থাকি আর ওর গান শুনি! হংসরাজ গেয়ে ওঠে ‘বড়ো কষ্টে/আমি পেলাম খুঁজে যা/চেয়েছি তা/বড়ো কষ্টে’ আর মাঝখানে যে পঞ্চাশটা বছর পেরিয়ে গেছে তা আমরা টের পাই না। মনে হয় ‘হংসরাজ’ ছায়ছবি আরও পঞ্চাশটি বছর রয়ে যাক, বেঁচে থাক। কীভাবে জীবনে হেরে না যেতে হয়, এই ছবি বার বার আমাদের শিখিয়ে দিয়ে যাক। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

চল্ আপন মনে এই পরাণের সুর নিয়ে গান গাই/ যা দেখি তাই নিয়ে আমি গান শুনিয়ে যাইছেলেটি খমক বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়। মাধুকরী সংগ্রহ করে সে। গ্রামের পথে পথে যে ঘুরে যায় তার সঙ্গী হয় ছোট্ট মেয়ে টিয়া। ছেলেটির বাবা নেই। কাকার সংসারে থাকে বিধবা মাকে নিয়ে। ছেলের বাবা ছিল বাউল। কাকাও তাই। হংসরাজ দাস নামের এই বালক যেন গোবরে পদ্মফুল। রোগা গড়ন, ঢলঢলে মুখটায় খ ড়িমাটি দিয়ে করা তিলক ঝলমল করে। ওর গলায় আছে জাদু। আকাশ, বাতাস, আলপথ, জোড়-লাগা সাপ, গাছ, ফুল, পুকুর, ক্রিকেট খেলা- সব কিছু নিয়ে সে অবলীলায় গান বাঁধতে পারে। বিধুমুখীর সঙ্গে গানের লড়াইতে জিতেও যায়। এ-হেন ছেলেকে প্রত্যেকে হিংসে করবে, তা তো নতুন কথা নয়। জগাই তাই তাকে জলে ডুবিয়ে মারতে চায়। অবশ্য মোড়লের কাছে বিচার হয়ে অপরাধীর শাস্তি হয়। যাই হোক, গ্রামের ছেলের জীবন এমনই চলছিল। হঠাৎ শহর থেকে স্কুল বাসে চড়ে আসা কিছু তরুণ হংসরাজকে, তার গানের অপার প্রতিভাকে উচ্চাশার পথ দেখায়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:27 Page 3



# নন্দীগ্রামে হাসিরানি রথের হলফনামা নিয়ে মামলা

## রায় স্থগিত হাইকোর্টের

**নয়া জামানাঃ** কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে কিছুটা স্বস্তি পেলেন নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের আদালতে জানানো হয়, মিলনের বিরুদ্ধে নতুন করে আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এরপর আদালত নির্দেশ দেয়, আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ওই কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না। নতুন মামলাতেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা যাবে না।২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনপর্বের ঘটনায় দায়ের হওয়া পুরনো মামলায় সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে মিলন প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, বেআইনি জমায়েত এবং লুটপাট-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। নন্দীগ্রাম থানায় তিনটি এবং খেজুরি থানায় একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। নন্দীগ্রামের মামলায় ৫ অক্টোবর এবং খেজুরির মামলায় ৭ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর জেল হেফাজতের নির্দেশ রয়েছে। এরপরই রক্ষাকবচ চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি।বৃহস্পতিবার শুনানিতে মিলনের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য দাবি করেন, আদালতের আগের নির্দেশের পরেও তাঁকে নতুন মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছিল, মিলনের বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা বিচারাধীন নেই। যদিও রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার এই দাবি খারিজ করেন।বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ২০২১ সালে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে কেন মিলনকে গ্রেপ্তার করা হল। রাজ্যের দাবি, মামলাগুলি পূর্বতন সরকারের সময়ে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তবে উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ঘিরে সরব ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ব্যাংকিং কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে দেশজুড়ে ব্যাঙ্ক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্মীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া এবং প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক করল ইউনাইটেড

ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস (ইউএফবিইউ)পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইউনিট। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের প্রতিনিধিরা ব্যাঙ্ক কর্মী ও আধিকারিকদের বিভিন্ন সমস্যা, কর্মক্ষেত্রে চাপ এবং ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন। সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্ক কর্মীরা বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছেন। কর্মীদের স্বার্থ রক্ষা, পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ, কাজের চাপ কমানো এবং প্রতি সপ্তাহে পাঁচ দিন কাজ করার কথা। ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করার মতো বিষয়গুলি তাঁদের দাবির অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সংগঠনের বক্তব্য, ব্যাঙ্ক কর্মীদের উপর ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ সরাসরি পরিষেবার উপরেও প্রভাব ফেলতে পারে। তাই কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কর্মীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য,ব্যাঙ্ক কর্মীদের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান করা জরুরি। তাঁদের দাবি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি গ্রাহকদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও কর্মী নিশ্চিত করতে হবে।এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ব্যাংক ইউনিয়নসমূহের সংযুক্ত ফোরাম-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইউনিটের প্রতিনিধিরা ধর্মঘটের কর্মসূচি ও তার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ব্যাংক কর্মীরা এই স্ট্রাইকের তিন দিন বিনা পারিশ্রমিকে থাকবেন বলেও দাবি করেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন,সংগঠনের সভাপতি,সুদীপ দত্ত, এসবিআইওএ জেনারেল সেক্রেটারি। শুভজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্ট সুমিত নন্দী, জয়দীব দে , প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনার সুদীপ দত্ত বলেন, কর্মীদের ন্যায্য দাবি, ৫ দিন ব্যাংকিংয়ের পরিষেবা আদায়ের পাশাপাশি দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করাই তাঁদের আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। দাবি পুরণ না হলে, অক্টোবরের শেষের দিকে লাগাতার ধর্মঘটের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

# এমএসএমই-তে নারী কর্মী অংশগ্রহণে দেশের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গঃ শ্রমমন্ত্রী

স্মৃতি সামন্ত, নয়া জামানা,কলকাতাঃ কলকাতায় সিআইআই কর্তৃক আয়োজিত সেফটি সিম্পোজিয়াম অ্যান্ড এক্সিবিশনের ২০তম সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল প্রতিমন্ত্রী শ্রী ভাস্কর ভট্টাচার্য বলেন, এমএসএমই খাতে নারী কর্মী অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশে শীর্ষে রয়েছে, যা দেশব্যাপী এমএসএমই-তে কর্মরত মোট নারী কর্মীদের ১২.৭৩ শতাংশ।নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রতিরোধমূলক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। নিয়মিত ঝুঁকি মূল্যায়ন, প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা নিরীক্ষা, অল্পের জন্য দুর্ঘটনা এড়ানোর প্রতিবেদন, জরুরি অবস্থার প্রস্তুতি এবং কর্মীদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণকে দৈনন্দিন শিল্প ব্যবস্থাপনার অংশ করে তুলতে হবে।তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, রাজ্যের নিয়ন্ত্রক কাঠামোও বিকশিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গ পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ বিধিমালা, ২০২৬-এর খসড়া জারি করেছে। এই খসড়াটি পেশাগত সুরক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মপরিবেশ সংহিতা, ২০২০ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত রাজ্য-স্তরের কাঠামো প্রদান করে। স্বাস্থ্যসেবার মূলনীতি কোনও ক্ষতি না করার ওপর জোর দিয়ে, সিআইআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও শ্রী রূপক বরুয়া চেকলিস্ট, সুস্পষ্ট হস্তান্তর, নিয়মিত জরুরি মহড়া এবং এমন একটি কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরেন যা কর্মীদের নির্ভয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করে।

# বেআইনি নির্মাণ ভাঙ্গার পর ফের নির্মাণ! কলকাতা পুর কমিশনারকে তলব হাইকোর্টের

নয়া জামানা,কলকাতাঃ বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার পর একই জায়গায় ফের নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশের পরেও কীভাবে ওই জায়গায় নতুন করে নির্মাণ শুরু হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে শুক্রবার আদালতে হাজির হন পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে। শুনানিতে আদালত পর্যবেক্ষণ করে, বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার পর সেখানে ফের নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কলকাতা পুরসভার আইনজীবীর বক্তব্যে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুর কমিশনারের কাছ থেকেই বিস্তারিত জানতে চায় আদালত।এদিন পুর কমিশনারের উপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি মহারাষ্ট্রে তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার

কথাও তুলে ধরেন। তিনি জানান, মুম্বইয়ের বিএমসি, থানে, কল্যাণ-ডম্বিভলি এবং নবি মুম্বই-সহ একাধিক পুর নিগমের মামলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রেই পুর কমিশনারের কাছে শহরের সমস্ত ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তথ্য পৌঁছয় না। নির্দিষ্ট কিছু তথ্যই তাঁদের জানানো হয়। ফলে শহরের কোথায় কী ঘটছে, তার অনেকটাই কমিশনারের অজানা থেকে যায় ।তবে আদালতের বক্তব্য, এই মামলার মতো গুরুতর ঘটনায় পুরসভার আইনজীবীর কাছ থেকে পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ার কারণে কমিশনারকে আদালতে হাজির হতে হয়েছে। আদালত স্পষ্ট করে জানায়, হাই কোর্টের নির্দেশে কোনও বেআইনি নির্মাণ ভাঙার বিষয়ে হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যকে ইতিবাচক রিপোর্ট দিতে হবে বলে জানানো হয়েছে। বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার পর সেখানে যেন কোনওভাবেই ফের নির্মাণকাজ শুরু না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে ।মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ১৪ অক্টোবর। সেদিন

> বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার পর একই জায়গায় ফের নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কড়া অবস্থান নিল কলকাতা হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশের পরেও কীভাবে ওই জায়গায় নতুন করে নির্মাণ শুরু হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা পুরসভার কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ।

# বিজেপির সংগঠনে রদবদল রাজ্য যুব মোর্চার নেতৃত্বে অমিত সামন্ত

নয়া জামানাঃ এক ব্যক্তি, এক পদ নীতিকে সামনে রেখে রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক স্তরে ফের রদবদল। একাধিক মন্ত্রীর কাছ থেকে সাংগঠনিক দায়িত্ব সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি যুব ও মহিলা মোর্চার নেতৃত্বেও পরিবর্তন করা হয়েছে। এই রদবদলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার নতুন সভাপতি করা হয়েছে হাওড়ার আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অমিত সামন্তকে।এতদিন যুব মোর্চার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রনীল খাঁ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় যুব মোর্চার শীর্ষ পদে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার অমিত সামন্তের হাতে সংগঠনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল ।সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অমিত সামন্তের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ইন্দ্রনীল খাঁর নেতৃত্বাধীন যুব মোর্চার কমিটিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সামলেছেন। পরবর্তীতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমতা কেন্দ্র থেকে বিজেপির প্রার্থী হন এবং জয়ী হয়ে বিধায়ক নির্বাচিত হন।

# সম্পাদকীয়

২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। শুক্রবার

## ধানের দামে স্বস্তি !

মাটির বুক চিরে ফসল ফলান যাঁরা, তাঁদের ঘামের দাম কতটা ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বাংলার কৃষকের মুখটাই সামনে ভেসে ওঠে। বৃষ্টি, খরা, বন্যা, রোগ-পোকা, সারের দাম, ডিজেলের খরচ, বিদ্যুতের বিল সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করে যে কৃষক মাঠে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর কাছে ধান শুধু ফসল নয়, সংসারের বাঁচার অবলম্বন ।সেই কৃষকের জন্য বিদ্যুৎ বিলে ভর্তুকি, ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি এবং বার্ষিক আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর ঘোষণা নিঃসন্দেহে কৃষিজীবী মানুষের অর্থনীতিতে নতুন হিসাব খুলে দিতে পারে ।বর্ধমানের জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কৃষকদের জন্য একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। ঘোষণার কেন্দ্রে রয়েছে কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পসেটের বিদ্যুৎ বিলে প্রতি ইউনিটে ২ টাকা সরকারি ভর্তুকি। ১ আগস্ট ২০২৬ থেকে এই সুবিধা কার্যকর করার কথা জানানো হয়েছে। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এর ফলে রাজ্যের প্রায় চার লক্ষ কৃষক উপকৃত হবেন এবং অতিরিক্ত প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। সংখ্যার হিসাবের বাইরে এই ঘোষণার গুরুত্ব আরও গভীরে। কৃষির খরচ যখন ক্রমাগত বাড়ছে তখন সেচের বিদ্যুতের খরচ কমানো মানে সরাসরি উৎপাদন ব্যয়ের ওপর চাপ কমানো ।কৃষকের লাভের অঙ্ক শুধু ধানের বিক্রয়মূল্যে নির্ধারিত হয় না বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রমিক, পরিবহণ সব মিলিয়েই তৈরি হয় চাষের আসল খরচ। তাই বিদ্যুৎ ভর্তুকির সিদ্ধান্ত সেই ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে কিছুটা হালকা করতে পারে ।এর সঙ্গে এসেছে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি বাড়িয়ে কুইন্টাল প্রতি ২,৭০০ টাকা করার ঘোষণা। সরকারি নথিতে ২০২৫-২৬ মরশুমে বাংলায় ধানের এমএসপি ছিল ২,৩৬৯ টাকা প্রতি কুইন্টাল ।ফলে ঘোষিত ২,৭০০ টাকা কার্যকর হলে কৃষকের প্রাপ্য মূল্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। তবে এখানেই আসল প্রশ্ন ঘোষণা থেকে মাঠ পর্যন্ত পথ কতটা মসৃণ হবে ?সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা এক বিষয়, আর সেই মূল্যে প্রত্যেক যোগ্য কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা নিশ্চিত করা আরেক বিষয়। সরকারি পদ্ধতিতে ধান সংগ্রহের জন্য কৃষক নিবন্ধন, নির্দিষ্ট ক্রয়কেন্দ্র, সময় নির্ধারণ এবং সরাসরি অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি ই-প্যাডি ব্যবস্থাতেও কৃষকরা নিজেদের বিক্রির সময়সূচি নির্ধারণ করতে পারেন। তাই নতুন মূল্যের সঙ্গে প্রয়োজন আরও শক্তিশালী ক্রয়ব্যবস্থা। মাঠে যেন দালালচক্র জায়গা না পায়, প্রকৃত কৃষক যেন ন্যায্য মূল্য পান, ধান নিয়ে ক্রয়কেন্দ্রে গিয়ে দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে না হয় এবং বিক্রির পর দ্রুত টাকা কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যায় এই ব্যবস্থাগুলিই শেষ পর্যন্ত ঘোষণার সাফল্য নির্ধারণ করবে ।এর পাশাপাশি কৃষকদের বার্ষিক আর্থিক সহায়তা ৬,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯,০০০ টাকা করার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অর্থাৎ কৃষকের হাতে সরাসরি নগদ সহায়তার পরিমাণ বাড়ছে। ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে এই অর্থ হয়তো বিশাল নয় কিন্তু চাষের মরশুমে বীজ, সার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে এই সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে ।বাংলার কৃষি অর্থনীতির চাকা ঘোরে ছোট ও প্রান্তিক চাষিদের হাত ধরে। সরকারি পরিসংখ্যানও দেখাচ্ছে, রাজ্যের ধান সংগ্রহ ব্যবস্থায় বিপুল সংখ্যক কৃষক যুক্ত। ২০২৫-২৬ মরশুমে ৩৪ লক্ষেরও বেশি কৃষক ধান বিক্রির জন্য নথিভুক্ত ছিলেন ।তাই কৃষকের জন্য আজকের ঘোষণা শুধুই কয়েকটি সংখ্যার হিসাব নয়। এটি কৃষির খরচ, ফসলের দাম এবং কৃষকের হাতে থাকা আয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরির একটি প্রচেষ্টা ।তবে সেই ভারসাম্য তখনই বাস্তব হবে, যখন সরকারি সুবিধা কাগজের ঘোষণায় আটকে না থেকে পৌঁছবে মাঠের আলপথ পেরিয়ে প্রকৃত কৃষকের ঘরে ।ধানের শিষে শুধু ফসল দোলে না, দোলে একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করতে বিদ্যুতের খরচ কমানো, ধানের দাম বাড়ানো এবং সরাসরি আর্থিক সহায়তা তিনটিকেই একইসঙ্গে কার্যকর করতে হবে ।কারণ কৃষক শুধু ভর্তুকি চান না। ি

# উৎসবের বাজারে ঐতিহ্য বনাম বাণিজ্য

**বাপন দেব লাড়ু**

আশ্বিনের আকাশে সাদা তুলো মেঘ আর পথের দু ধারে কাশফুল দুললেই বাঙালির মনে একটা অদৃশ্য ঢাক বেজে ওঠে। কিন্তু আজকাল সেই ঢাকের আওয়াজের আগে কানে আসে বিজ্ঞাপনের কোলাহল। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই শহরের হোর্ডিং, মোবাইলের পর্দা আর টিভির বিরতিতে ছেয়ে যায় মেগা সেল, ফেস্টিভ অফার আর পুজো ধামাকা-য়। প্রশ্নটা তাই স্বাভাবিক উৎসব কি আজ মানুষের, না বাজারের ?একটু পিছনে তাকানো যাক। একসময় পাড়ার পুজোর সূচনা হত বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা দিয়ে। কেউ দিতেন পাঁচ টাকা, কেউ পঞ্চাশ, কেউ দিতেন শুধু হাতের শ্রম। বাঁশ বাঁধা থেকে ভোগ রান্না, সবেতেই পাড়ার মানুষের ভালোবাসা আর পরিশ্রম থাকত। অষ্টমীর সকালে অঞ্জলির লাইনে দাঁড়িয়ে, দশমীর বিকেলে সিঁদুর খেলায় মিশে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কটা নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া হত। উৎসব ছিল সম্পর্কের নবীকরণ। সেখানে টাকার ভূমিকা ছিল, কিন্তু টাকাটাই মুখ্য ছিল না। তবে কথাটা একতরফা নয়। বাণিজ্যকে উৎসবের শত্রু বলে দাগিয়ে দেওয়া অন্যায্য হবে। বাংলার উৎসব চিরকালই অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে। কুমোরটুলির শিল্পী, ঢাকি, শোলার কারিগর, পটুয়া, ফুলওয়ালা থেকে শুরু করে ছোট দর্জি, সবার সারা বছরের রোজগারের একটা বড় অংশ আসে এই কয়েকটা দিনের থেকেই। উৎসব না জমলে তাঁদের উনুনও জ্বলে না। ক্রেতা আর বিক্রেতার এই আদানপ্রদান উৎসবের প্রাণেরই অংশ, তার বিকৃতি নয়। সমস্যার শুরু সেখানে, যেখানে মাপকাঠিটাই ধীরে ধীরে বদলে যায়। প্রতিমার সৌন্দর্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে প্যান্ডেলের বিশালতা, ভক্তির চেয়ে বড় হয় ভিড়ের সংখ্যা, আর আন্তরিকতার চেয়ে বড় হয় পুরস্কারের তকমা। থিমের প্রতিযোগিতায় শিল্পের সম্ভাবনা যেমন খুলেছে, তেমনই অনেক জায়গায় প্রতিমা হয়ে গেছে সজ্জার উপকরণ, আর এখন সজ্জাই মূল আকর্ষণ। স্পনসরের ব্যানারে ঢাকা পড়ে যায় মণ্ডপের নাম, অনেক সময় দেবীর মুখও। যে উৎসবের মূল কথা ছিল মিলন, তা ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রদর্শনী ।শহর আর মফস্‌সলের ছবিটা প্রায় একই হলেও বর্তমানে কিছু ভিন্নতা এসেছে, মহানগরের বড় পুজোয় যখন বাজেটের অঙ্ক নিয়ে খবর হয়, তখন গ্রামগঞ্জের বহু পুরনো বাড়ির পুজো নীরবে নিজের নিয়মে চলে। সেখানে এখনও আচার আছে, কুলপরম্পরা আছে, প্রতিমা গড়ার সেই পুরনো ধরন আছে। কিন্তু সেখানেও টান পড়ছে। খরচ বাড়ছে, নতুন প্রজন্ম কাজের খোঁজে বাইরে, আর পৃষ্ঠপোষকের অভাবে অনেক বনেদি পুজো ক্ষীণ হয়ে আসছে। ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে গিয়ে অর্থের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রশ্নটা তাই টাকা নেওয়া বা না-নেওয়ার নয়, কীভাবে এবং কী শর্তে নেওয়া হচ্ছে তার। ঘরের ভেতরের ছবিটাও বদলেছে। নতুন জামার গন্ধ, মায়ের হাতে বানানো নারকেল নাড়ু, পাড়ার ছেলেমেয়েদের সম্মিলিত রিহার্সালের সেই অপেক্ষা এখন অনেকটাই ক্ষ্মঅর্ডার করলে চলে আসেক্ষ্ম-র সুবিধায় ঢাকা পড়েছে। সুবিধা মন্দ নয়, কিন্তু অপেক্ষার আনন্দটুকু কোনো অ্যাপ পৌঁছে দিতে পারে না। ছাড়ের হিসেবের ভিড়ে আমরা ভুলে যাই যে উৎসব কেনাকাটার নাম নয়, ভাগ করে নেওয়ার নাম ।তাহলে সমাধান কী? বাজারকে তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভবও নয়, আর তা উচিতও নয়। দরকার ভারসাম্য। স্থানীয় কারিগর ও হস্তশিল্পীদের কাছ থেকে কেনাকে উৎসাহ দিলে বাণিজ্যই ঐতিহ্যের রক্ষক হয়ে উঠতে পারে। পুজো কমিটিগুলি চাইলে স্পনসরশিপের শর্তে শিল্প ও শালীনতার সীমা টেনে দিতে পারে, যাতে বিজ্ঞাপন প্রতিমার আড়াল না হয়ে মণ্ডপের পাশে থাকে। থিমের বিচারেও প্রতিমার শিল্পগুণ ও পরিবেশবান্ধব উপকরণের গুরুত্ব বাড়ানো যায়। আর আমরা প্রত্যেকে নিজেকে একটা প্রশ্ন করতে পারি এই উৎসবে আমি কতটা কিনলাম, আর কতটা কাউকে দিলাম বা কারও সঙ্গে কাটালাম বা আনন্দটুকু ভাগ করে নিলাম ?ঐতিহ্য আর বাণিজ্য পরস্পরের প্রতিপক্ষ হতে বাধ্য নয়। ঢাকের তালে বাজারও নাচতে পারে, যদি তাল রাখার দায়িত্ব থাকে আমাদের হাতে। উৎসবের আলো যেন দোকানের নিয়ন আলোয় ম্লান না হয়, এটুকু দেখার ভারই আজ আমাদের সবার। ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন। পুজো সকলের খুব আনন্দে কাটুক।

# বাংলা চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্রমহুয়া রায়চৌধুরীর জীবন ও অভিনয় যাত্রা

**শর্মিলা দত্ত**

**শেষ পর্ব**

প্রথম ছবিতেই তাঁর চঞ্চল, সতেজ ও প্রাণবন্ত উপস্থিতি দর্শক এবং সমালোচক উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে ।অভিনয় জীবনের শুরুতে তিনি অনেক হালকা ও কমিক চরিত্রে অভিনয় করলেও ধীরে ধীরে নিজেকে একজন বহুমুখী ও গভীর চরিত্রভিত্তিক অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্তরের দশকের শেষদিকে এবং আশির দশকে সুচিত্রা সেনের অবসরগ্রহণ পরবর্তী সময়ে বাংলা চলচ্চিত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করার ক্ষেত্রে মহুয়া রায়চৌধুরী অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেন ।তিনি তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ, গৌতম ঘোষ এবং মৃণাল সেনের মতো প্রখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে কাজ করেছিলেন ।মৃণাল সেনের নির্দেশনায় ‘খারিজ’ (১৯৮২) চলচ্চিত্রে তাঁর অভিনয় আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশংসিত হয় ।একজন মধ্যবিত্ত গৃহবধূর জটিল মানসিক দ্বন্দ্ব ও অপরাধবোধ তিনি যেভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা এখনও বাংলা ত্ত্ব—ত্রঞ্চ দ্বখ-র ইতিহাসে অন্যতম সেরা অভিনয় হিসেবে বিবেচিত হয়।



তপন সিংহের ‘আদালত ও একটি মেয়ে’ চলচ্চিত্রে তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্রায়ন বাংলা সিনেমার নারীপ্রধান চলচ্চিত্রের ধারায় এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিল। এছাড়া তরুণ মজুমদারের ‘দাদার কীর্তি’ ছবিতে ‘সরস্বতী’ চরিত্রে তাঁর নিখুঁত অভিনয় আজও বাঙালির স্মৃতিতে অমলিন। তিনি কেবল সমান্তরাল ধারার সিনেমাতেই নয় বাণিজ্যিক ধারার বাংলা ছবিতেও অত্যন্ত সফল ছিলেন ।সুমিত ভঞ্জ,সন্তু মুখোপাধ্যায়, সমীত ভঞ্জ এবং পরবর্তীতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও তাপস পালদের মতো একাধিক প্রজন্মের নায়কদের সঙ্গে তাঁর অনবদ্য রসায়ন বক্স অফিসে বিপুল সাফল্য এনে দিয়েছিল। মহুয়া রায়চৌধুরীর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর অভিনয়ের স্বাভাবিকতা। কোনো অতি-নাটকীয়তা ছাড়া কেবল চোখের চাহনি এবং মুখের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি দিয়ে তিনি যেকোনো চরিত্রের আবেগ দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারতেন ।তাঁর মধ্যে এক সাধারণ অথচ অপরূপ গ্রামীণ ও মধ্যবিত্ত সৌন্দর্য ছিল যার সাথে তৎকালীন বাঙালি দর্শকেরা নিজেদের সহজেই মেলাতে পারতেন ।দুর্ভাগ্যবশত, যখন তাঁর অভিনয়জীবন সাফল্যের শিখরে অবস্থান করছিল ঠিক তখনই এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ১৯৮৫ সালের ২২ জুলাই তাঁর জীবনপ্রদীপ অকালে নিভে যায়। এই আকস্মিক প্রস্থান বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি সৃষ্টি করে। অতি অল্প সময়ের অভিনয়জীবনে তিনি যে বৈচিত্র্যময় চরিত্র উপহার দিয়ে গেছেন তা তাঁকে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় নাম হিসেবে অমর করে রেখেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:27 Page 5



# কৃষকদের ‘ভগবান’ সম্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর, পূর্ব বর্ধমানে একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান সফরে এসে প্রশাসনিক জনসভায় কৃষিজীবী মানুষকে ‘ভগবান ও অন্নদাতা’ বলে সম্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সভায় তিনি কৃষকদের সুবিধার্থে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। সেচের কাজে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল পাম্পের বিদ্যুতে ইউনিট প্রতি ২ টাকা ছাড় দেওয়ার কথা জানান তিনি, যার ফলে বার্ষিক ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুবিধা পাবেন প্রায় ৪ লক্ষ কৃষক। ধান চাষিদের আশ্বস্ত করে জানান, প্রতি কুইন্টাল ২৭০০ টাকা সরকারি সহায়কমূল্যে সমস্ত ধান সরাসরি কিনে নেওয়া হবে। এছাড়া আলু চাষিদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ এবং সার বিক্রি ও বালি ঘাটে বেআইনি লেনদেন বন্ধের কঠোর হুঁশিয়ারি দেন তিনি।জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য ১২৫ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৩০০ টাকা উপার্জনের সুবিধার

পাশাপাশি আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির জমিহীনদের পাট্টা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় জেলাশাসককে। তিনি আরও জানান, ৯ লক্ষেরও বেশি যোগ্য নারী অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাচ্ছেন এবং যাচাইকরণ সম্পন্ন হওয়া উপভোক্তারা আগামী মাসেই টাকা পাবেন।রাজ্যে এক লক্ষ চাকরির আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানান, গবাদি পশুর অবৈধ পাচার এবং নেশাজাতীয় কারবার বরদাস্ত করা হবে না। সেই সঙ্গে রাজ্যে মা-বোনেদের ওপর অত্যাচার রোধে পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপের নির্দেশ দেন এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে জোর নজরদারির বার্তা দেন। পূর্ব বর্ধমানের সার্বিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার ওপর জোর দিয়ে শেষপর্যন্ত রাজ্যে ‘এক দেশ, এক আইন’ বাস্তবায়নের কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

# বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর, খড়িবাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠান

**নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ** বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে খড়িবাড়ির শ্রীকৃষ্ণ শিশু বিদ্যামন্দিরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐতিহাসিক এই গানটির গুরুত্ব ও দেশাত্মবোধের বার্তা নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিক কর্মসূচির উদ্যোগ নেয়। এদিন শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা একত্রে দেশপ্রেমের শপথ গ্রহণ করেন এবং সমবেত কণ্ঠে ‘বন্দে মাতরম’ পরিবেশন করেন।বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য উদয় লালসিংহ জানান, স্বাধীনতা সংগ্রামে এই গানের

ঐতিহাসিক অবদান এবং দেশাত্ম ত্মবোধের চেতনা পড়ুয়াদের মধ্যে জাগিয়ে তোলাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দার্জিলিং গভারমেন্ট কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. বিনয় বর্মন জানান, এই ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ায়। এটি পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় চেতনার নতুন জাগরণ ঘটাবে বলেও তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

# হাসপাতাল চত্বরে খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের হানায় বন্ধ একাধিক দোকান

**নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনাঃ** ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল চত্বর ও সংলগ্ন এলাকার খাবারের দোকানগুলিতে আচমকা অভিযান চালাল পুরসভার ফুড সেফটি বিভাগ। প্রতিদিন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই ডক্টর মুকুলিকা বাগচীর নেতৃত্বে এই পরিদর্শন চালানো হয়।অভিযান চলাকালীন আধিকারিকরা খাবারের গুণমান, রান্নার পরিচ্ছন্নতা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। স্থানীয়দের অভিযোগ ছিল, কয়েকটি দোকানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না, বাসি খাবার পরিবেশন এবং খাবার খোলা অবস্থায় রাখা হচ্ছিল। পরিদর্শনে বেশ কিছু দোকানে খাদ্য সুরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘনের প্রমাণ মেলায় তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অন্য দোকানদারদের খাবার ঢেকে রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যবসা করার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

# জওয়ানদের জীবন বাঁচিয়ে ঘরছাড়া বৃদ্ধ, এবার শেষ আশ্রয় হারানোর আশঙ্কা

**সামির হোসেন, নয়া জামানা, দিনহাটা ঃ** নিজের জীবন বাজি রেখে ১২ জন বিএসএফ জওয়ানকে বাঁচিয়েও আজ অনিশ্চয়তার মুখে ষাটোর্ধ্ব আব্দুল হামিদ। দুই দশকেরও বেশি আগে কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ সীমান্ত সংলগ্ন ১৪২ নম্বর সেউটিকুর্শা ছিটমহলে বসবাস করতেন তিনি। হামিদের দাবি, তাঁর মালিকানাধীন ৬৫ বিঘা জমিতে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অবৈধভাবে চাষাবাদ শুরু করলে বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দেন। সে সময় দুষ্কৃতীরা জওয়ানদের ঘিরে ফেললে হামিদ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১২ জন বিএসএফ সদস্যকে উদ্ধার করেন।এই ঘটনার পর থেকেই দুষ্কৃতীদের প্রাণনাশের হুমকিতে ভিটেমাটি ও সমস্ত জমিজমা ছেড়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হয় তাঁর পরিবার। পরবর্তীতে বিএসএফের প্রস্তাবেই শচীনন্দন ক্যাম্পের পাশে ভারত-বাংলাদেশ

সীমান্তের কাঁটাতার সংলগ্ন জায়গায় নতুন করে মাথা গোঁজার ঠাঁই পান তাঁরা।তবে সেই শেষ আশ্রয়টুকুও এখন হাতছাড়া হওয়ার মুখে। হামিদের অভিযোগ,
গত এক মাস ধরে সীমান্ত সংলগ্ন ওই বাড়িটি সড়িয়ে নেওয়ার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এমনকি বাড়ি না সরালে
তা ভেঙে ফেলা হবে বলেও জানানো হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভিটেহারা হওয়ার আশঙ্কায় অবশেষে দিনহাটা মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর আকুল আবেদন, বিকল্প কোনো স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁর এই বাড়িটি ভাঙার নির্দেশ স্থগিত রাখা হয়।
একসময় সীমান্তে কর্তব্যরত জওয়ানদের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিজের সর্বস্ব হারিয়েছিলেন হামিদ, আজ নিজের শেষ আশ্রয়টুকু বাঁচাতে প্রশাসনের সহানুভূতির দিকেই তাকিয়ে আছেন এই বৃদ্ধ।

# সন্মতিনগর পঞ্চায়েতে প্রধান পদ ধরে রাখলেন মোর্তজা শেখ

**নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ** মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের সন্মতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটল। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে জয়লাভ করে নিজের প্রধান পদ ধরে রাখতে সক্ষম হলেন মোর্তজা শেখ। সম্প্রতি ২৪ আসন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ জন সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। ফলে স্থানীয় রাজনীতিতে জল্পনা তীব্র হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পঞ্চায়েত ভবন চত্বরে সকাল থেকেই মোতায়েন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটির জন্য নির্ধারিত বৈঠকে ২৪ জনের মধ্যে ১১ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত এই ১১ জন সদস্যের প্রত্যেকেই মোর্তজা শেখের পক্ষে ভোট দেন। এর ফলে অনাস্থা খারিজ হয়ে যায় এবং প্রধান পদে মোর্তজা শেখের নামই বহাল থাকে।ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই পঞ্চায়েত এলাকায় উল্লাসে মেতে ওঠেন দলীয় কর্মী ও সমর্থকেরা। মিষ্টি মুখ এবং আবির খেলার মাধ্যমে তারা জয় উদযাপন করেন। রাজনৈতিক চাপ কাটিয়ে পুনরায় চেয়ারে বসলেও, বিরোধীদের কাটিয়ে আগামী দিনে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজ তিনি কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যান, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় বাসিন্দাদের।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:27 Page 6



# পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির জোড়া নতুন সভাপতি

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃমুখ্যবিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলা সফরকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের রাজনৈতিক পারদ যখন তুঙ্গে, ঠিক তখনই জেলায় বড়সড় সাংগঠনিক রদবদল করল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার রাজ্যের সাতটি সাংগঠনিক জেলার পাশাপাশি পরিবর্তন আনা হল পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান ও কাটোয়া;

এই দুই সাংগঠনিক জেলাতেও।রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্ধমান সাংগঠনিক জেলায় অভিজিৎ তা-র স্থলাভিষিক্ত হয়ে নতুন সভাপতি হয়েছেন আইনজীবী আশিষ পাল। অন্যদিকে কাটোয়ায় স্মৃতিকোনা বসুকে সরিয়ে দলের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানিক রায়কে। নতুন এই দুই সভাপতিই এর আগে নিজ নিজ এলাকায় দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সামলেছেন। পেশায় জেলা আদালতের আইনজীবী আশিষ পাল এলাকায় সংঘ-ঘনিষ্ঠ ও শক্ত সংগঠক

হিসেবে পরিচিত, যিনি ২০১৭ সাল থেকে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। মানিক রায়ও দীর্ঘ দিন ধরে দলের মাঠপর্যায়ের কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন।নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর আশিষ পাল বলেন, 'দল ভরসা রেখে এই

গুরুদায়িত্ব দিয়েছে। সব কর্মী ও নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করাই মূল লক্ষ্য।'

# সীমান্তে সন্তান সহ গ্রেফতার হলেন দত্তপুকুরের এক মহিলা

**নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ** বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে ভারতে ঢোকার সময় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) হাতে ধরা পড়লেন এক মহিলা ও তাঁর শিশু সন্তান।

ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত তারালি বিওপি সংলগ্ন এলাকাতেই। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা টহল দেওয়ার সময় সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়া ওই মহিলা ও শিশুকে দেখতে পেয়ে আটক করেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হয়।

পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, ধৃত মহিলার নাম অর্পিতা বিশ্বাস। তিনি উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর থানা এলাকার বাসিন্দা।শুক্রবার পুলিশ ওই মহিলাকে গ্রেফতার করে বসিরহাট আদালতে পেশ করে। তবে কী কারণে তিনি বাংলাদেশে গিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে কার সাহায্যে বেআইনি পথে দেশে ফিরছিলেন,

সে বিষয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের পেছনের আসল কারণ জানতে স্বরূপনগর থানার পুলিশ বিশদ তদন্ত শুরু করেছে।

# ময়নাগুড়ি থানার 'প্রয়াস'-এর সাফল্য, পুলিশে সুযোগ পেয়ে সংবর্ধিত ২০ পড়ুয়া

**নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ** আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পুলিশের চাকরির উপযোগী করে তুলতে ময়নাগুড়ি থানা চালু করেছিল 'প্রয়াস কোচিং সেন্টার'। থানার এই অভিনব উদ্যোগের হাত ধরে সফল হয়েছেন কেন্দ্রের প্রায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাম্প্রতিক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাঁদের এই অভাবনীয় সাফল্যকে সম্মান জানাতে শুক্রবার ময়নাগুড়ির একটি বেসরকারি ভবনে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।প্রয়াস কোচিং সেন্টারে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি, নিয়মিত পড়াশোনা, শারীরিক সক্ষমতার প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মাধ্যমে সঠিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হতো। প্রশিক্ষণার্থীদের এই কৃতিত্বে

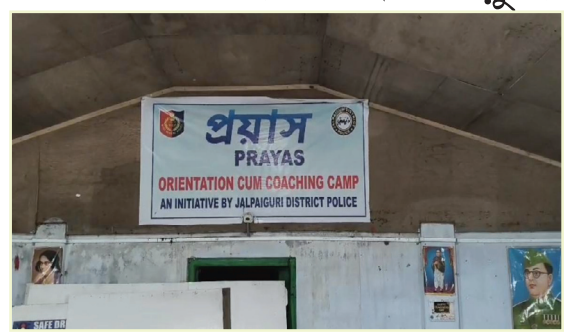


শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুলিশ প্রশাসন ও সফলদের পরিবারের সদস্যরা অত্যন্ত আনন্দিত।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সফল পরীক্ষার্থীদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস, প্রয়াস কোচিং সেন্টারের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রামমোহন রায় সহ অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা। উপস্থিত বক্তারা নবনিযুক্তদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে জানান যে, তাঁদের এই সাফল্য এলাকার আরও বহু আর্থিকভাবে দুর্বল ও প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীকে আগামী দিনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে অনুপ্রাণিত করবে। পুলিশ প্রশাসন ও সমাজসেবীদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি এই প্রকল্প ময়নাগুড়িতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

# দুর্নীতির জেরে বসিরহাটে বন্ধ পোশাক কারখানা, কর্মহীন শ্রমিকদের থানা ঘেরাও

**নয়া জামানা, বসিরহাট ঃ** দুর্গাপুজোর ঠিক আবহেই চরম আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়লেন বসিরহাটের হাজার হাজার পোশাক কারখানা শ্রমিক। মাটিয়া থানার খেলাপোতা সংলগ্ন আটাপাড়া এলাকার একটি পোশাক কারখানায় সম্প্রতি কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এর জেরে চরম আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ উৎপাদন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। রাতারাতি কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এক ধাক্কায় কর্মহীন হয়ে পড়েছেন কয়েকশো প্রত্যক্ষ শ্রমিক। পাশাপাশি পরিবহণ ও স্থানীয় ব্যবসা-সহ পরোক্ষভাবে এই কারখানার ওপর নির্ভরশীল হাজার হাজার পরিবারের পেটে টান পড়েছে।সামনেই পুজো, তার ঠিক

আগেই রুজি-রুটি হারিয়ে চরম ক্ষোভে ফুঁসছেন কর্মহীন শ্রমিকরা। তাঁদের দাবি, কর্মকর্তাদের দুর্নীতির দায় সাধারণ শ্রমিকেরা কেন নেবেন? সংসারের একমাত্র উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অবিলম্বে কারখানা পুনরায় চালুর দাবিতে আটাপাড়া এলাকায় প্রথমে পথ অবরোধ করেন তাঁরা। পরবর্তীতে উত্তেজিত শ্রমিকরা মাটিয়া থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, প্রশাসনকে অবিলম্বে উদ্যোগ নিয়ে এই জটিলতা কাটাতে হবে এবং তাঁদের পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় পুজোর মুখে হাজার হাজার পরিবার নিয়ে অনাহারে দিন কাটাতে হবে তাঁদের।

# বৃষ্টির দাপটে রাজ্য সড়কে ভেঙ্গে পড়ল গাছ, আটকে একাধিক গাড়ি

**পুরুলিয়া ঃ** বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের জেরে গত মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছে টানা বৃষ্টি। তার প্রভাব পড়েছে পুরুলিয়াতেও। শুক্রবার সকালে বৃষ্টির মধ্যেই বাঘমুণ্ডি-বলরামপুর রাজ্য সড়কের দুয়ারসিনী মোড়ের কাছে একটি বিশালাকার প্রাচীন পলাশ গাছ ভেঙে পড়ে। এর জেরে ওই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে আচমকাই গাছটি উপড়ে রাস্তার উপরে পড়ে। ব্যস্ত সময়ে ঘটনাটি ঘটায় রাস্তার দুদিকে আটকে পড়ে বাস, ছোট গাড়ি ও মোটরবাইক।স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, নিত্যযাত্রী-সহ বহু মানুষ

সমস্যায় পড়েন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাঘমুণ্ডি থানার পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দা ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের সহযোগিতায় গাছ কাটার কাজ শুরু হয়। কুঠার ও করাত দিয়ে গাছের ডালপালা এবং গুঁড়ি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হয়। কিছুক্ষণ পর ওই সড়কে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। গাছ সরিয়ে রাস্তা খুলতেই স্বস্তি ফেরে যাত্রীদের মধ্যে।তবে টানা বৃষ্টির জেরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় আরও গাছ পড়া বা জল জমার আশঙ্কা রয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

# খাগড়াবাড়িতে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে বরাদ্দ লোপাটের অভিযোগ, বেহাল পরিকাঠামো

**রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের খাগড়াবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হঠাৎ কলোনি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি এখন নানা সমস্যা ও অনিয়মের অভিযোগে জর্জরিত। কেন্দ্রটির মেরামতি কাজের জন্য সম্প্রতি প্রায় এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয়দের অভিযোগ, সেই বরাদ্দের সিংহভাগই লোপাট হয়েছে এবং কাজের নামে হয়েছে চরম গাফিলতি।বাসিন্দাদের দাবি, নকশা অনুযায়ী কেন্দ্রটির বারান্দায় হাফওয়াল ও সুরক্ষার জন্য গ্রিল দেওয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। বদলে শুধু চারটি লোহার খুঁটির ওপর একটি টিনের ছাউনি

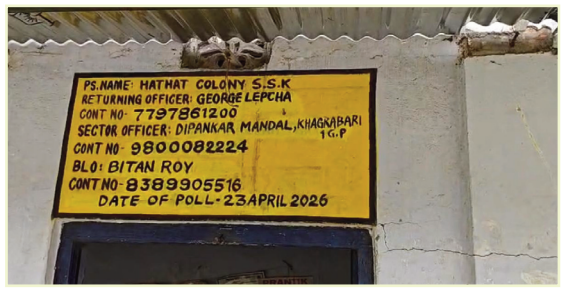


বসিয়েই কাজ শেষ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে খুদে পড়ুয়াদের সেই খোলা বারান্দাতেই বসে মিড ডে মিল খেতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, গ্রিল না থাকায় খাবারের সময় গবাদি পশু থেকে শুরু করে কুকুর, ছাগল ও ভেড়া সেখানে ঢুকে পড়ছে, যা শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য চরম ঝুঁকিপূর্ণ।অবকাঠামোগত ত্রুটির পাশাপাশি কেন্দ্রে দেখা দিয়েছে তীব্র পানীয় জলের সংকট। কেন্দ্রের নিজস্ব সোলার পাম্প ও জলের ট্যাংকটি দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে।

# সিউড়ি শহরে যানজট কমাতে বড় পদক্ষেপ সোমবার থেকে টোটো-অটো চলাচলে বিধিনিষেধ

**বীরভূম ঃ** সিউড়ি শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের নতুন সিদ্ধান্ত। আগামী সোমবার থেকে প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত সিউড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুটে টোটো, অটো এবং চায়না ভ্যান চলাচল করতে পারবে না।প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বেনীমাধব মোড় থেকে নন্দগোপাল মোড় পর্যন্ত এই নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত টোটো, অটো এবং চায়না ভ্যান চলাচল বন্ধ থাকবে। শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও স্বাভাবিক করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।জানা গিয়েছে, এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট টোটো ও অটো ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আগামী সোমবার থেকেই নতুন এই নিয়ম কার্যকর হবে ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্তের কথা শহরবাসীকে জানাতে পথে নেমেছে সিউড়ি পৌরসভা। শুক্রবার মাইকিং করে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় প্রশাসনের এই নির্দেশের কথা জানানো হয়।নির্দিষ্ট সময়ে বেনীমাধব মোড় থেকে নন্দগোপাল মোড় পর্যন্ত টোটো, অটো ও চায়না ভ্যান চলাচল না করার জন্য চালকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন করা হচ্ছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:28 Page 7



# কথা শুনল না স্পিকারও আরও চাপে কাকলি-সুদীপরা

**নয়া জামানা,নয়াদিল্লি ঃ** তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের সদস্যপদ নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল।লোকসভার স্পিকার অফিসের তরফে আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে তাঁদের জবাব দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে।

ফলে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ২০ সাংসদের রাজনৈতিক ও সাংসদীয় ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিলেও সংসদের নথিতে এখনও ওই ২০ জন তৃণমূলের সাংসদ হিসেবেই রয়েছেন। তাঁদের দলত্যাগের পর সদস্যপদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লোকসভার স্পিকারের কাছে তাঁদের সাংসদ পদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও মামলা হয়েছে।গত ২৩ সেপ্টেম্বর মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, ২০ সাংসদের সদস্যপদ খারিজ সংক্রান্ত আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। চার সপ্তাহের মধ্যে লোকসভার স্পিকারকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানানো হয়। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সাংসদদেরও নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়।এর আগে লোকসভার স্পিকার অফিসের তরফে এনসিপিআই সাংসদদের ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আরও এক মাস সময় চেয়ে আবেদন করেন।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণের পর সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এবার আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে তাঁদের জবাব জমা দিতে হবে।

# জঙ্গি হাফিজের বিরুদ্ধে কবে ব্যবস্থা নেবেন? রাষ্ট্রসংঘে প্রশ্নের মুখে পালাল শাহবাজ

**নয়া জামানা ঃ** রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে কোনও উত্তর না দিয়েই চলে গেলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদকে কবে বিচারের মুখোমুখি করা হবে, সেই প্রশ্নও এড়িয়ে যান তিনি। বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণ সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় এবং পরে বেরোনোর সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। দুই ক্ষেত্রেই উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যান শাহবাজ। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।রাষ্ট্রসংঘে ঢোকার সময় এক সাংবাদিক শাহবাজকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান কবে সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করবে। কোনও জবাব না দিয়ে তিনি ভিতরে চলে যান। পরে বেরোনোর সময় সাংবাদিকরা তাঁকে লস্কর-ই-তইবার প্রধান হাফিজ সইদকে কবে বিচারের মুখোমুখি করা হবে, জানতে চান। সেই প্রশ্নেরও উত্তর দেননি পাক প্রধানমন্ত্রী।ভারতের আইনে হাফিজ সইদ ঘোষিত সন্ত্রাসী। লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর নাম ২৬/১১ মুম্বই হামলা মামলার সঙ্গে জড়িত। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁও হামলার তদন্তে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র সম্পূরক চার্জশিটেও সইদের নাম রয়েছে। এনআইএ-র অভিযোগ, হামলার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রে পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর সদস্যরা যুক্ত ছিল।এর আগে রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হয় নয়াদিল্লি। ভারতীয় কূটনীতিক ক্ষিতীশ ত্যাগী বলেন, পাকিস্তানের উচিত অন্য দেশের ভূখণ্ড নিয়ে আকাঙ্ক্ষা বা সন্ত্রাস রপ্তানির বদলে নিজের দেশের উন্নয়নে নজর দেওয়া। তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের কর্মকাণ্ড পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সংকট মেটাতে সাহায্য করবে না। কাশ্মীর নিয়েও পাকিস্তানের বক্তব্যের জবাব দেন তিনি। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পাকিস্তানের দখলে থাকা অংশ খালি করার আহ্বান জানান ত্যাগী।দুই প্রশ্নের কোনও ব্যাখ্যাও দেননি শাহবাজ।

# মানুষের আস্থাই বড় কথা, কমিশনের অন্দরের মতভেদে জ্ঞানেশকে বার্তা চিরাগের

**নয়া জামানা ঃ** নির্বাচন কমিশনের অন্দরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং অপর দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশির মধ্যে মতপার্থক্য নিয়ে প্রকাশ্যে এসেছে একাধিক অভিযোগ। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর তদন্তমূলক প্রতিবেদনে দাবি, গত ১০ মাসে ভোটার তালিকা, নতুন ভোটার সংযোজন, নাম বাদ দেওয়া, নাম পুনর্বহাল এবং কমিশনের সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দুই কমিশনার অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন।এই প্রতিবেদন ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই এনডিএ-র শরিক লোক জনশক্তি পার্টির নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসওয়ান বলেন, নির্বাচন কমিশনের প্রতি মানুষের আস্থা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, কমিশনকে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে মানুষের মনে কোনও সন্দেহ না থাকে।অন্যদিকে, কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করেছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন ও পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনেও ভোটে অনিয়মের অভিযোগ করেছেন। তবে এই অভিযোগগুলি রাজনৈতিক দলের দাবি; স্বাধীনভাবে প্রমাণিত তথ্য হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সান্ধু ও জোশির আপত্তির মধ্যে ছিল ফর্ম-৬ পরিবর্তন, ভোটার তথ্যের কেন্দ্রীয়করণ এবং ভোটার তালিকা পরিচালনায় সফটওয়্যার ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।তবে নির্বাচন কমিশনের তরফে পাল্টা জানানো হয়েছে, এস আই আর-সহ কমিশনের সমস্ত সিদ্ধান্তই তিন কমিশনারের সম্মতিতে নেওয়া হয়েছে। কমিশনের বক্তব্য, সাংবিধানিক সংস্থায় মতামত নিয়ে আলোচনা ও ভিন্নমত থাকা অস্বাভাবিক নয়।

# নয়া ভোটার তোলা ঘিরে নির্বাচন কমিশনে মতভেদ এসএসআর স্থগিত নিয়ে সরব কংগ্রেস

**নয়া জামানা ঃ** নতুন ১৮ বছর বয়সি ভোটারদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির বার্ষিক স্পেশাল সামারি রিভিশন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের অন্দরেই মতপার্থক্যের খবর প্রকাশ্যে এসেছে। দ্য ইকোনমিক টাইমস-এর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৪ সালের পর ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের জন্য এখনও বার্ষিক এসএসআর-এর ঘোষণা হয়নি। কমিশনের দুই নির্বাচন কমিশনার সুখ বীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী এই প্রক্রিয়া দ্রুত চালুর পক্ষে মত দিয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, বছরে চারটি যোগ্যতা অর্জনের তারিখ;১ জানুয়ারি, ১ এপ্রিল, ১ জুলাই ও ১ অক্টোবর; রয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট তারিখে ১৮ বছর পূর্ণ করা নাগরিকরা ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য আবেদন করতে পারেন। কমিশনের নিজস্ব তথ্যেও এই চারটি তারিখের কথা উল্লেখ রয়েছে।তবে দ্য ইকোনমিক টাইমস-এর প্রতিবেদনে দাবি, চলমান স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন-এর মধ্যে এসএসআর চালুর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আইনি পরামর্শ চেয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। অন্যদিকে, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর সাম্প্রতিক তদন্তে দাবি করা হয়েছে, গত ১০ মাসে ভোটার তালিকা, নতুন ভোটার সংযোজন, নাম বাদ দেওয়া এবং ফর্ম-৬ সহ একাধিক বিষয়ে সান্ধু ও জোশী অন্তত ১৪ বার লিখিত আপত্তি জানিয়েছেন।এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছে। দলের অভিযোগ, নতুন প্রজন্মের ভোটারদের তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হচ্ছে।

# হিমালয় রক্ষায় ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগের ডাক নেপালের প্রধানমন্ত্রীর

**নয়া জামানা ঃ** নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের বিপর্যয়ের রেশ কাটেনি। গত ২৬ অগস্টের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানির সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১,৪০০ ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। নেপালের অর্থমন্ত্রী অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, চূড়ান্ত মৃতের সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারত ও চিনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব দিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ।এদিন নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন শাহ। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হিমালয়ের ভঙ্গুর পরিবেশ ব্যবস্থা আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। হিমবাহ গলন, পারমাফ্রস্টের পরিবর্তন, পাহাড়ের ঢাল দুর্বল হয়ে পড়া, হড়পা বান ও ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়ছে। তাঁর কথায়, এই বিপর্যয় শুধু নেপালের সমস্যা নয়, গোটা বিশ্বের জন্য সতর্কবার্তা।এই পরিস্থিতিতে হিমালয়ান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স মেকানিজম গঠনের প্রস্তাব দেন শাহ। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী, নেপাল, ভারত ও চিন যৌথভাবে উপগ্রহ-তথ্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ভাগ করে নেবে, বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদগুলির উপর নজরদারি চালাবে, আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা শক্তিশালী করবে এবং দুর্যোগের সময় সীমান্তপারের উদ্ধার ও ত্রাণে সমন্বয় করবে।নেপালের প্রধানমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর ভারত ও চিন দ্রুত সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, জলবায়ু বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলিকে ঋণের বদলে আরও অনুদানভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন। তাঁর বক্তব্য, হিমালয়কে বিভক্তির সীমান্ত নয়, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের জল, কৃষি, বাস্তুতন্ত্র ও জীবিকার সঙ্গে প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন যুক্ত বলেও উল্লেখ করেন শাহ। তিনি বলেন, নেপাল সংকট তৈরি করেনি, অথচ তার ক্ষতির মূল্য দিতে হচ্ছে। তাই জলবায়ু ন্যায়ের নীতিতে ধনী দেশগুলির দায়িত্ব নেওয়া উচিত। শাহের মতে, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিপর্যয় মোকাবিলায় দায়বদ্ধতা ও স্থিতিস্থাপকতা বাড়ানো জরুরি।

> নেপালে ভয়াবহ হড়পা বানের বিপর্যয়ের রেশ কাটেনি। গত ২৬ অগস্টের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানির সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১,৪০০ ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। নেপালের অর্থমন্ত্রী অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, চূড়ান্ত মৃতের সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছতে পারে। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষা এবং ভবিষ্যতের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় ভারত ও চিনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব দিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ।এদিন নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের ৮১তম সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখেন শাহ।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 25-09-2026 22:28 Page 8



# নেশনস লিগে জয়ের শুরু পর্তুগালের

# গোল পেলেন না রোনাল্ডো

নয়া জামানাঃ নেশনস লিগে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পর্তুগাল জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলেও চেনা ছন্দে দেখা গেল না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে। ওয়েলসের বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে জিতেছে পর্তুগাল। দলের জয়ের নায়ক জোয়াও ফেলিক্স।২২ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ফেলিক্সের নেওয়া নিচু শট ওয়েলস অধিনায়ক বেন ডেভিসের গায়ে লেগে দিক বদলে জালে জড়ায়।

গোলরক্ষক ড্যানি ওয়ার্ডের কিছুই করার ছিল না। অন্যদিকে, সাতটি শট নিয়েও গোলের দেখা পাননি রোনাল্ডো। তাঁর একটি শট পোস্টের বাইরের জালে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধে কাছ থেকে ভলিতে গোলের সুযোগ পেলেও বল ঠিকমতো পায়ে লাগেনি। পরে তাঁর একটি গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। ৬৭ মিনিটে তাঁকে তুলে নেন কোচ জর্জে জেসুস।পর্তুগাল মোট ২২টি শট নেয়, সেখানে ওয়েলসের শট ছিল মাত্র পাঁচটি। ম্যাচের পর ব্রুনো ফার্নান্দেজ বলেন,আমরা একটি গোল করেছি। কিন্তু কোনও গোল খাইনি। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।ফেলিক্সও জানান, সুযোগ তৈরি করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও গোল আসবে।অন্যদিকে, জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। ৩২ মিনিটে ফেলিক্স এনমেচার গোলে এগিয়ে যায় জার্মানি। ৯২ মিনিটে কোডি গাকপো সমতা ফেরান।পর্তুগাল শুরু থেকেই বলের দখল রেখে আক্রমণে উঠছিল এবং ওয়েলসকে বড় কোনও সুযোগ তৈরি করতে দেয়নি। ফলে ব্যবধান এক গোল হলেও ম্যাচের পরিসংখ্যানে পর্তুগালের আধিপত্য স্পষ্ট ছিল। রোনাল্ডোর গোল না পাওয়া আলোচনার বিষয় হলেও জয় পাওয়ায় স্বস্তি ফিরেছে শিবিরে। নরওয়ের ক্ষেত্রেও হালান্ডের উপস্থিতি ফের প্রমাণ করল, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তিনিই দলের প্রধান ভরসা।আর নরওয়ে ৩-২ গোলে ডেনমার্ককে হারায়। অস্কার ববের পর ১৮ মিনিটে গোল করেন আর্লিং হালান্ড। ড্যামসগার্ড ও হইলুন্দ ডেনমার্ককে সমতায় ফেরালেও ৭৪ মিনিটে হালান্ডের দ্বিতীয় গোল নরওয়ের জয় নিশ্চিত করে।

# ইরানি কাপে নতুন দায়িত্ব

# অবশিষ্ট ভারতের ব্যাটিং কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ফের বড় দায়িত্ব পেলেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বর্তমান সিনিয়র দলের প্রধান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল। আসন্ন ইরানি কাপের জন্য রেস্ট অব ইন্ডিয়া দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করেছে বিসিসিআই।

আগামী ১ থেকে ৫ অক্টোবর শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ইরানি কাপে খেলবে অবশিষ্ট ভারত দল।গত কয়েক মরশুম ধরে সফলভাবে বাংলা সিনিয়র দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৪৬ বছর বয়সি লক্ষ্মীরতন। তাঁর কোচিংয়ে বাংলার পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে।

কাকতালীয়ভাবে, গত রঞ্জি ট্রফির সেমিফাইনালে জম্মু ও কাশ্মীরের কাছেই হেরে বিদায় নিয়েছিল বাংলা। এবার সেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধেই অবশিষ্ট ভারতের কোচিং স্টাফের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে দেখা যাবে লক্ষ্মীকে।বিসিসিআইয়ের জাতীয় পর্যায়ের কোচিং প্যানেলে এই প্রথম দায়িত্ব পেলেন প্রাক্তন বঙ্গ অলরাউন্ডার। ফলে ইরানি কাপের মঞ্চ তাঁর কোচিং কেরিয়ারে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে।১৯৯৯ সালে ভারতের হয়ে তিনটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন লক্ষ্মীরতন শুক্ল। ঘরোয়া ক্রিকেটে দীর্ঘদিনের সফল কেরিয়ারের পাশাপাশি আইপিএলেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের খেতাবজয়ী দলের সদস্য ছিলেন তিনি। খেলোয়াড়জীবনের শেষ মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়েও খেলেছেন।ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের কোচিং স্টাফে আরও রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন পেসার দেবাশীষ মহান্তি। তাঁকে দলের বোলিং কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন মিলাপ মেওয়াদা। নতুন দায়িত্বে লক্ষ্মীরতনের সামনে এবার জাতীয় স্তরের ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ।

ভারতীয় ক্রিকেটে ফের বড় দায়িত্ব পেলেন বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বর্তমান সিনিয়র দলের প্রধান কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্ল। আসন্ন ইরানি কাপের জন্য রেস্ট অব ইন্ডিয়া দলের ব্যাটিং কোচ হিসেবে তাঁকে নিয়োগ করেছে বিসিসিআই। আগামী ১ থেকে ৫ অক্টোবর শ্রীনগরে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ইরানি কাপে খেলবে অবশিষ্ট ভারত দল।

# রোহিত-গম্ভীর সম্পর্ক নিয়ে জল্পনার অবসান, মুখ খুললেন জিজি

নয়া জামানা, নয়াদিল্লিঃ রোহিত শর্মার টেস্ট অবসরের নেপথ্যে গৌতম গম্ভীরের ভূমিকা ছিল কি না, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা জল্পনা চলছে। এমনকী, ভারতীয় কোচ নাকি রোহিতকে ওয়ানডে থেকেও সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন;এমন আলোচনাও হয়েছে।

সেই বিতর্কের মধ্যেই এবার রোহিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর। সম্প্রচারকারী চ্যানেলের এক অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের প্রধান কোচ জানান, রোহিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধুমাত্র কোচ ও অধিনায়কের নয়। দীর্ঘদিনের পরিচয়ের কারণেই এই সম্পর্ক আলাদা। গম্ভীরের কথায়, তিনি ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় দলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ই রোহিত দলে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে রোহিতকে বহু বছর ধরেই চেনেন তিনি।গম্ভীর বলেন, আমাদের সম্পর্ক শুধু কোচ-অধিনায়কের ছিল না। রোহিত আমাকে অনেক আগে থেকেই চেনে।

এমন নয় যে আমাদের মধ্যে নতুন যোগাযোগ হয়েছে। আমি জানি ও কীরকম খেলে। ও জানে আমি কীরকম মানুষ।দুজনের মধ্যে মতপার্থক্য হলেও দলের স্বার্থই শেষ কথা বলে জানিয়েছেন গম্ভীর। তাঁর বক্তব্য, দুজনেই একে অপরের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অবগত। পরিস্থিতি অনুযায়ী কারও মত বদলাতেই পারে। তবে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় দলের সাফল্যের জন্য যে সিদ্ধান্ত সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সেটিই নেওয়া হয়।কোচ হিসেবে এখনও পর্যন্ত রোহিত, সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ার;চার অধিনায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন গম্ভীর। তাঁর মতে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই লক্ষ্য এক;ভারতীয় ক্রিকেটের সাফল্য।রোহিতের আচমকা টেস্ট অবসর এবং পরে বিরাট কোহলির টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোকে ঘিরে নানা আলোচনা হয়েছে। ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়েও রোহিতকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে মাঠের পারফরম্যান্স দিয়ে সেই সব আলোচনার জবাব দিয়েছেন ভারতীয় তারকা।

# অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ড্র ব্রাজিলের কলকাতায় স্বপ্ন দেখছে ভারত

নয়া জামানা,কলকাতাঃ ব্রাজিলের ভারত সফর ঘিরে ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উত্তেজনা। ৩ অক্টোবর কলকাতায় মুখোমুখি হবে ভারত ও ব্রাজিল। দুই দলের শক্তির বিচারে ব্যবধান বিশাল হলেও, কলকাতার মাটিতে ঐতিহাসিক ম্যাচ ঘিরে স্বপ্ন দেখছেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা। তার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ১-১ গোলে ড্র কিছুটা আশার আলো দেখিয়েছে

ব্লু টাইগার্সদের।বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় অভিযান থেমে যাওয়ার পর ব্রাজিলের দায়িত্ব নিয়েছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। নেইমারের অবসরের পর এস্তেভাও ও এনড্রিকের মতো তরুণদের নিয়ে নতুন দল গড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহা, মারকুইনহোস ও ব্রুনো গিমারায়েসের মতো তারকারা থাকলেও প্রত্যাশিত দাপট দেখা যায়নি।কুইন্সল্যান্ড কান্ট্রি ব্যাংক স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল।

ব্রাজিল বল দখলে এগিয়ে থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার সংগঠিত রক্ষণ ভাঙতে পারেনি। এস্তেভাও একটি গোল করলেও তা বাতিল হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৮ মিনিটে দুর্দান্ত ফ্রিকিকে অস্ট্রেলিয়াকে এগিয়ে দেন নেস্তোরি ইরানকুন্ডা। এরপর একের পর এক আক্রমণ করেও নির্ধারিত সময়ে সমতা ফেরাতে পারেনি ব্রাজিল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।